দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 19 2002

FEB. 18 2002

ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর

উৎসব-আনন্দে পালিত হচ্ছে মাতৃভাষা দিবস

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ভাষা সংগ্রামের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত বই মেলা শেষ হবে ২১ ফেব্রুয়ারী এক বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

জসাস ৮ দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টায় রমনা বটমূলে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে চলছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের একুশে অনুষ্ঠানমালা। ১৮ ফেব্রুয়ারী কিরা শিশু-কিশোর সংগঠন শিশু একাডেমীতে আয়োজন করেছে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আলোচনা সভা। এছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারী উদযাপন উপলক্ষে সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংস্থা (সসাস) ও বাংলা সাহিত্য পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বন্দর নগরী চট্টগ্রামেও এই দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হবে।

বৌদ্ধপাল যুগে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটলেও পালদের পর দাক্ষিণাত্যের কর্নাটক থেকে আগত সেনযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চরম দুর্ভোগ ঘটে। তখন ব্রাহ্মণ-পন্ডিতরা বাংলা ভাষাকে 'পক্ষী-ভাষা' বলে বিদ্রূপ করতেন। তাদের উপর্যুপরি অত্যাচারে বাংলা ভাষার পুঁথি পত্রকে নেপালে যেয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এ জন্যই মাত্র পৌনে একশ' বছর পরে পন্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী সেনযুগ রচিত বাংলা ভাষার একমাত্র আদি সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'কে খুঁজে পেয়েছিলেন নেপালের রাজদরবারের পুরনো সংগ্রহশালায়। একথা সর্বজন বিদিত যে, এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন না হলে ষড়যন্ত্রের আবর্তনে বাংলা ভাষা আজ হারিয়ে যেত। মুসলিম রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য আরবী-ফার্সী-তুর্কী ভাষার শব্দরাজিতে পরিপুষ্ট হয়ে বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। এর পরেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ১৯১৮ সালে ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলে বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ বাংলার পক্ষে জোর দাবী জানালেও বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ বাঙালী হিন্দু সমাজ হিন্দুস্থানী চেতনার যুক্তিতে হিন্দীর পক্ষ নেন। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগোত্তরকালে '৪৮-এর জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান গণ-পরিষদের স্পীকার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মহলে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' দেশব্যাপী হরতাল ও বিক্ষোভের ডাক দেয়। এভাবেই পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন একটি সামগ্রিক আন্দোলন হিসাবে যাত্রা শুরু করে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই আন্দোলন-সংগ্রামেরই এক স্বর্ণালী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেদিন বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা।

যেভাবে হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও গৌরবময় আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কানাডা প্রবাসী খান মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম এবং কানাডার Jesson Morin-এর নেতৃত্বে ১ জানুয়ারী, ১৯৯৭ সালে 'Mother language of the world' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের স্বীকৃতির জন্য এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কে এম ইসলাম (কো-অর্ডিনেটর জেনারেল, প্রেস এন্ড কমিউনিকেশন ডেভ, কানাডা) UNESCO-এর বরাবরে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। অনেক দাপ্তরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ১৯৯৯ সালে প্রস্তাবটি খসড়া অনুমোদন লাভ করে এবং একই বছর ১৭ নভেম্বর UNESCO-এর ৩০তম কনফারেন্সে প্রস্তাবটি পাস হয়। এখন থেকে আমাদের ভাষা দিবসকে পৃথিবীর ১৮৯টি দেশের সাড়ে ছয়শ' কোটি মানুষ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে প্রতিবছর পালন করবে।